সোণার সতীন।

অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত

প্রকাশক—
শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত।

কলিকাতা,
৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো
সুলভ প্রেসে
শ্রীপঞ্চুকালী হালদার কর্ত্তৃক মুদিত

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ৵০ তিন আনা

উৎসর্গ পত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কুণ্ডু মহাশয়ের

করকমলে—

আমার প্রগাঢ় ভক্তির চিহ্ন চির জাগরিত রাখিতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অর্পণ করিলাম তাঁহার একবিন্দু আনন্দাশ্রুতেই দীনের সকল উদ্যম পূর্ণ মাত্রায় সফল হইবে ভরসা—আমার উত্তপ্ত মরুহৃদয় যেন তাঁহার একবিন্দু আঁখি "অম্বুতেই" শীতল হয়।

বোদরা
জ্যেষ্ঠ ১৩১৭ সাল।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

সোণার সতীন।

"উঠ উঠ উঠ বোন কেন কর রোষ
জানিনা ও পাদপদ্মে করেছি কি দোষ।
তাই কি ও দেহখানি ধুলায় লুঠিছে,
মেখলা নিতম্বোপরি গর্জ্জিয়া উঠেছে?
বসন বসতি ছাড়ি অদূরে পড়েছে,
উষ্ণশ্বাস ঘন ঘন সঘনে বহিছে?
ভ্রমর লাঞ্ছিত কেশ মুখপদ্মে পড়েছে
যেন অমানিশা আসি চন্দ্রমুখ ঢেকেছে।"

"যাবে লো সপত্ন তুই সপত্নি বাঘিনি
মোর দুখে বড় তোর কাঁদেলো পরাণি।
তাই মিষ্টভাষী মোর পতি কাড়ি লয়ে,
সারারাতি কাটাইলি কণ্ঠহার হয়ে
জানালায় কান পাতি ছিনু সারানিশি
শুনেছি সোহাগভরা খুক খুক কাশি

আদ আদ স্বরে তুই বলিলি পতিরে,
'চন্দ্রহা'র কবে না'থ দেবে এ দাসীরে
মাহিয়ানা পাও যদি এই শনিবারে,
কালো ছুটো লেডিগেঞ্জি এনো মোর তরে
ভাল দেখে এনো ছুটো নিগার বুগার,
যতনে পরাতে সাধ হয়েছে আমার
আলবোট ওঠেনা ভাল কসমেটীক বিনে,
ধরেনা কটাক্ষবান তাই এ নয়নে
যে দেহ হয়েছে কালি সতিনী ঝঙ্কারে,
ছুবাক্স সাবানে তাহা নাহি যাবে দূরে।
গোলাপী সাসিজ আর সিমলার শাড়ী,
পরি, সাধ রাঙ্গাঠেঁাটে ঘুরি বাড়ি বাড়ি
স্বামী-সোহাগিনী হয়ে রব তোমা পাশে,
সতিনী লুটিবে পায় কৃপাকণা আশে '
উত্তরে শুনিহু 'হেম সাধ হয় মনে,
রাখি তব দেহভার এ হৃদি আসনে,
যাপি দিবানিশি কিন্তু আছে যে জঞ্জাল,
জানি নাকো ধরা মাঝে রবে কত কাল '

কিসে এত তেজ তোর ওলো গরবিনী,
লাথি মারি ভাঙ্গি তোর চাঁদমুখ খানি
যে মুখে কহিলি কথা সারারাত ধরে,
শতখান করে দেই তাহে লাথি মেরে।

রত্নগর্ভা তুই, আমি তাহাতে বিহীনা
চিরদিন ও রতন রবেনা সে রবেনা
অচিরে অচিরে তব বলয় খসিবে,"
এত তেজ এত দর্প সকলি ঘুচিবে
দীন পিতা ঘরে পাত কদিন পাড়িবি
রত্ন কোলে ভিখারিণী পথেতে বেড়াবি।
শ্যামা দাসী হতে রং হবে তোর কালি,
যৌবন মালঞ্চে আর জুটিবেনা মালি।'

সতিনীর কুপাণক সহিতে নারিল
জ্ঞান হীনা হেমন্ত' ভূতলে পড়িল
(হায় কোকনদ ছবি উৎপলে শোভিল)
চেতনা পাইয়া বালা কহে ধীরে ধীরে
আঁখি উৎস বহি বারি বহে শত ধারে
"কেন তুমি সুভাষিণী গালি দাও মোরে,
অযথা কুকথা কেন বলিয় আমারে
যা বলিছ সবি মিথ্যা জান তুমি মনে,
মিথ্যা অপবাদে ক্লেস দাও কেন প্রাণে ?

* * * *

ভিজে নাকি হৃদি তব দীনা অশ্রুজলে ?
যেজনা যাচিছে স্থান তব পদতলে ?
একপক্ষ তোমা স্বামী একদিন মোর,
এতেও অশনি হৃদে বাজে এত জোর ?

অসুস্থশরীর, পতি এসেছিল ঘরে,
সেবেছে চরণ দাসী সারারাত ধরে,
সন্তান হয়েছে মোর তাই এত রোষ
তোমার হ'লনা তাতে স্বামীর কি দোষ?
অঙ্গ আভরণে তব মেদিনী কাঁপিছে,
দুগাছি বলয় তাতে কি বাদ সেধেছে?
'বড়মা বড়মা' বলি আসিয়া রতন
সাদরে চিবুক ধরি করে যে চুম্বন?
আনি কতশত ফুল বসন আবরি
ভাল বাসে সাজাই:তে তোমার কবরি

একদিন তরে স্তন মুখে দেছ যার
কেমনে অশুভ বোন চিন্তিছ তাহার?
তোমা কৃপাকণা আশে লোলুপ যেজন,
কেমনে যাচিছ দিদি তাহার মরণ?
এবে যদি আসে স্বামী আমার সদনে,
ঘুচিবে সদন, যাবে তব সন্নিধানে
কাতর হবেনা দিদি বিরহে তাহার,
হৃদিপদ্মে সে মূরতি অঙ্কিত যাহার
হিন্দুঘরে জন্ম পিতা ব্রাহ্মণ যাঁহার,
কাম লিপ্সা নহে তত প্রবল তাহার?
ধনীর দুহিতা অর্থে সকলি সাধিবে
হৃদয়ের ছবি কিন্তু কেমনে মুছিবে?

লৌকিক চক্ষেতে তারে হেরিতে নারিব
মানস চক্ষেতে কিন্তু সতত হেরিব।
যা বলিলে সত্য দিদি দরিদ্র দুহিতা,
তাই সীমাহীন ধৈর্য্য দিয়াছেন ধাতা
কি অশনি বাজে হৃদে পুত্রে গালি দিলে,
বুঝিতে পারিতে দিদি পুত্রবতী হলে
কি আর বলিবে হীনা দীনা কাঙ্গালিনী,
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু বজ্র হোগ ধনী

বিহঙ্গম।

আরেরে বিহগ তুই কেন কারাগারে
লৌহের শিকল-ডোরে কে বাঁধিল তোরে?
তুইও কি তাদের মত করেছিস চুরি,
অর্থ লোভে কারো বুকে মেরেছিস ছুরি?
তোরও কি হৃদয় ফাটে পরের বিভবে?
তোরও কি হৃদয় পূর্ণ কুটিল স্বভাবে?
তোর' কিরে অশ্রুকণা বহে শতধারে?
তুইও কি স্বাধীন নয় ভারত মাঝারে?
বল মোরে কিবা দোষে তোর এই দশা
পিঞ্জর আবদ্ধ কেন ত্যজি নিজ বাসা?

বুঝেছি বুঝেছি পাখি তোর অপরাধ
কেনবা মানব সাথে তোর সাথে বাদ
সন্ধ্যায় সরসী তটে বসি শাখা পরে,
সুকণ্ঠে পঞ্চমে তান ধর উচ্চস্বরে।
সরমে জড়িতা বধূ স্বভাব সুন্দরী,
কলস অঙ্কেতে লয়ে আসে সারি সারি।
অবগাহি বারি গর্ভে করে কত খেলা,
তুলি পদ্ম বিনাসুতে গাঁথে কত মালা
কেহ বলে "হ্যানে আয় ওলো প্রাণ সই,
মরমের কথা দুটো তোর সাথে কই

ননদীর মুখনাড়া চুলির উত্তাপ
সহিতে হয় লো বোন কি করেছি পাপ
কাল রেতে ঘরে যেতে হয়েছিল রাত,
সকালে উঠিয়া দেখি বেজে গেছে সাত
তাড়াতাড়ি যেই বোন যাই রসিঘরে,
ননদী আঁচল ধরে বলে রোষভরে
'এত রেতে ঘুমঘোরে হেতা কেন এলি,
এইত ক্ষণেক হল পতি পাশে গেলি?
এরি মধ্যে এত কথা কেমনে লাগালি,
শাশুড়ী ননদ দিল যত গালাগালি?
ধন্যি কাণ্টা মেয়ে তুমি ধন্যি তোমা' মাকে,
ভাতার বশের মন্ত্র যেবা শিখাইল তোকে।

মা ব'লে অজ্ঞান হ'তো যেই ভাই মোর
করিলি গোলাম তারে চরণের তোর
শত অপরাধ তোর চখে সে দেখেনা
মুখঝাপটা দিস মোরে কানেত শুনেনা
কাল রেতে খেয়েছিলি কত দধি ছানা
লবঙ্গলতিকা আর বড় মিহিদানা?
কাজনাই বেঁধে তোর মরেনি গোলাপ
ঘরে গিয়ে তাঁর সাথে করোগে আলাপ"
কামিনী বলিল "তাহে কিবা এসে গেল
যাকে নিয়ে দরকার সেই তোর ভাল।

আমার এ বোন হ'ল শাঁকের করাত
শাশুড়ী গঞ্জনা আর পতি পদাঘাত
রেতেতো আসেনা বাড়ী দিনে কভু হেরি
মাখম মিছরি নিয়ে পাছু পাছু ঘুরি'
বিধি বলে "এ রতন ঘরে আছে যার,
চিরদিন বারটান রবে নাক তার
এ অমূল্য রত্ন মূল্য বুঝিবে যখন,
পায়ে পড়ি দিন রাত সাধিবে তখন
কিন্তু বিধি মোর ভাগ্যে কিবা জুটাইল,
বুড়ো স্বামী সনে দেহ জ্বালাতন হ'ল
ফ্যাচ ফ্যাচ্ হাঁচি আর খুক খুক কাশি,
ফোগলা বুড়ো বলে 'তোলে বলো ভালবাসি'

বড় সুখী হব আমি ভাবি পিত মাতা,
সপেদিল বৃদ্ধ করে তাঁদের দুহিত
ধনীব'গৃহিণী হবে দরিদ্র দুহিতা,
আনন্দে নাচিল পিতা ঘুরি' গেল মাথা
হায় পিতা অর্থ দেখি কি কাজ করিলে
পিতা হয়ে কন্যা প্রতি কি বাদ সাধিলে ?'
এত বলি বিধুমুখী কাঁদিতে লাগিল,
কত অশ আঁখি হতে ঝরিয়া পড়িল
ক্ষ্যান্তমনী কডেরাণী বলে এইবার,
"সবাসেবা সুখ দেখি কপালে আমাব '
সরিল না কথা আর জলে ডুব দিল,
কতক্ষণ পরে পুন মাথা দেখা দিল
অঞ্চলে মুছিল সবে তপ্ত অশ্রুকণা
ক্ষান্তমনী দুঃখে সবে পাইল বেদনা

অদূরে দাঁড়ায়ে এক বিবহ বিধুবা,
চঞ্চল হরিণী সম ঘুরি আঁখি তাবা,
যেমনি পড়িল উহা তোমরি উপরে,
অমনি ডাকিলে তুমি 'উহু উহু স্বরে'
'আ-ম-ব' বলিয়া বাল ঘরে ফিরে যায
পবন অঞ্চল ধরি ভূমেতে লুঠায।
সুযোগ বুঝিয়া তুমি পঞ্চমে সুতান
ছাড়িলে, দহিতে হয় যুবতী পরাণ

এই অপরাধ বুঝি তোমা' বিহঙ্গম,
এই অপরাধে তুমি দণ্ডিত এমন ।
এই অপরাধে তুমি নীত রাজঘরে,
এই অপরাধে আজ বদ্ধ কারাগারে
এ'ত নহে অল্প দোষ মার্জ্জন'র কথা,
বিরহবিধুরা বালা প্রাণে দাও ব্যথা ?
কিম্বা বড় ভালবাসে মানব তোমারে
তাই তোমা ধরি আনি' রেখেছে পিঞ্জরে
রবিতাপে কোথা যাবি অশনের তরে
হেথা দুগ্ধ ছোলা পাবি আবাসে পিঞ্জরে
স্বাধীন ভাবেতে কোথা হেথ সেথা যাবি
পরাধীন হয়ে দেখ কত সুখ পাবি
নাহি জান কত সুখ হলে পরাধীন,
তাই তোমা ধরি আনি' করি পরাধীন
(মোরা পরাধীন তাই তুমি পরাধীন)
আরেরে মানব তোর একি ব্যবহার
দুর্ব্বলের প্রতি কেন এত অত্যাচার
অবলা বলিয়া তারে কর জ্বালাতন
নাহি কি হৃদয় তার তোমার মত ?
নাহি কি বিদরে বুক ত্যজি আত্মজন
নাহি কি বিচ্ছেদে বহে উষ্ণ অশ্রু ?
তুমি ত কাতর হও না হেরে দারা ,
সেই চারু মুখচন্দ্র এক দিন তরে

বাজেনাকি হৃদিতন্ত্রী মানব তোমার,
বিশেষ বাঙ্গালী হৃদি ? স্নেহের আগার।
এদের বিচার স্থান নাহিকি এদেশে ?
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেনাকি শেষে ?
বুঝিবে মানব যবে বদ্ধ যমপাশে
পাবে এর প্রতিফল গিয়া সেই দেশে
ওই যে পিঞ্জর বদ্ধ রহেছে ময়না
জীবন কাটাল সহি বিচ্ছেদ বেদনা,
বড় ভাল বাসে তারে সুশীলা সুন্দরী,
তারে হেরি হৃদি ভরি ধরিত আঁকেরি
উৎসবের শেষ খাদ্য দিতে গরবিণী,
খুলিল পিঞ্জর দ্বার, উড়িল পরাণি
"ধর্ ধর্" বলি বালা ধায় সেই পথে,
নিমিষে উড়িল পাখি দূর ব্যোম পথে
ক্ষীণ দেহে এলো বল্ হইয়ে স্বাধীন
মিলিল স্বজাতি সাথে ফুরাইল দীন্
হেথা বাঁশী বাজিতেছে ক্রন্দনের সুরে,
চাহিয়া পরাণ-হীন পিঞ্জরের দ্বারে
"বড় মা ওই বাবা" না সরিল কথা,
পড়িল সবেগে চড় ঘুরি গেল মাথা,
অমনি উদয় শশী বক্ষ কোলে নিল,
ঘাতকের হৃদাকাশে বিজলি হানিল

"দুর হ রে কালামুখী বিলম্ব সহেনা
কোন কথা তোর মুখে শুনিতে চাহিনা
যাও ত্বরা পিতৃগৃহে কাজ নাই তোরে
অনেক দিয়েছি কষ্ট তোর তরে তারে
এক পক্ষ হৃদিদগ্ধ জ্বালাতন সহি,
একদিন সুশীতল বাবি গর্ভে রহি
জুড়াই সে দগ্ধ জ্বালা, তবু তোর ভয়ে
পারিনা তুষিতে তারে হৃদয় ভরিয়ে
কি দোষ করেছে এই কোমল রতন
যার প্রাণ লতে তোর এতেক্ যতন?
রে পাষাণী ইচ্ছা করে নখে ছিঁড়ি মাথা
গুঁড়াই, জুড়াই এই হৃদিদগ্ধ ব্যথা '
এত বলি পতি তার ধায় ধীরে ধীরে,
রত্নভাল্ হতে রক্ত হৃদি বহি ঝরে।
সেই রেতে পিতৃগৃহে সুশীলা চলিল,
এক মাত্র শ্যামা দাসী সাথেতে যাইল
রোষ ভরে বলে বালা উঠি যান পরে
"প্রতিশোধ সত্বী সনে পাইবি অচিরে "

রজনী।

(১)

এস প্রিয়বন্ধু মোর

কেনরে বিলম্ব তোর
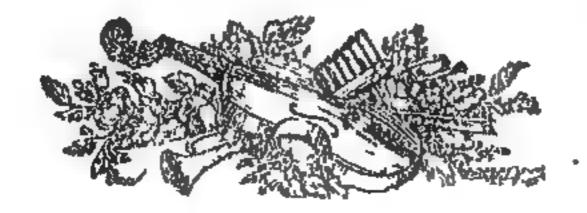
কত দূর গিয়েছিলি দেহ তরি বাহি'

স্বেদ বিন্দু অন্ধকারে ঝরে অঙ্গ বহি ?

(২)

হৃদি কুঞ্জ বাছি বাছি,

কত ফুল আনিয়াছি,

অশ্রুজলে সিক্ত করি তোমায় সাজাব

জয়জয়ন্তী সুরে বাঁশী সঘনে বাজাব

(৩)

এস ঘন রূপে এস,

আরো সন্নিকটে এস,

দিবসের কথা তোরে প্রাণ খুলে বলি,

কত শত নীচ জাতি দিয়ে গেছে গালি

(৪)

হায়রে ঋণের তরে,

সদা অশ্রুবারি ঝরে,

রহেনা সম্ভ্রম, মান, সবি ভেসে গেল,

হায় বিধি ! ভদ্র কুলে কেন জন্ম হ'ল ?

(৫)

কেন এ পাপের বোঝা,
কেন এ ভীষণ সাজা,
কি পাপ করেছি দেব তোমারি চরণে
চিন্তি দিবা নিশি, কভু আসে•াক ধ্যানে

(৬)

কার তরে ফাটে বুক্ ?
কার তরে নাহি সুখ্ ?
কার তরে এ দাসত্ব বজ্র ধরি শিরে ?
কার তরে বদ্ধ ঋণে, বদ্ধ কারাগারে ?

(৭)

চলে গেছে সেই জনা,
নারিনু শুধিতে দেনা,
অগণ সে মাতৃ দে•া—এক কণা তার,
দশ মাস দশ দিন ছিনু গর্ভে যার

* * * *

(৮)

ছিল স্নেহময় পিতা,
একাধারে পিতা মাতা,
সন্তানে বাসিতে ভাল ছিলনা ধরায়
দ্বিতীয় তাহার মত ; যমে নেছে হায়

(৯)

না আসিতে সেই দিন,
আমারে করিয়ে দীন,
চলি' গেলে কোথা দেব না পুরিল আশা,
অকালে ভাঙ্গিল বিধি হৃদি আশা-বাসা

(১০)

আছে আরো দুই জনা
অনাথিনী পতিহীন,
বিতাড়িতা স্বামী-গৃহ ; কালা-মুখ লয়ে
ঘৃতাহুতি হৃদে মোর দিতে এলো ধেয়ে

(১১)

জ্ঞানেতো করিনি পাপ্
কেন তবে মনস্তাপ্,
কেন তবে অসন্তোষ, অশান্তি ঘেরিল,
অকালে এ দাবানল হৃদয় ছাইল

(১২)

তুমিত ত্রিলোকে থাক,
মাথা খাও কথা রেখ,
শম্ভুনাথে জানাইও এদুঃখ বারতা,
বন্ধু বলি যদি হৃদে পাও সমব্যথা .

(১৩)

আর দেখ কোথা তারা,
অমূল্য সে দুটী তারা,
যারা বিনে তারা হারা দীনে কাটে দিন
আঁখি তারা হয়ে হারা রব কত দিন ?

(১৪)

ব'লো তুমি পিতৃদেবে
পুত্র তব ভেবে ভেবে.
দীন, হীন, ক্ষীণ দেহ কণ্ঠাগত প্রাণ,
ডেকে লও পুত্রে তব কোলে দাও স্থান

(১৫)

কি কর্ত্তব্যে বদ্ধ আছি,
তাই প্রাণ ধরে আছি,
হিংসা, দ্বেষ, কুটীলতা পূর্ণ ধরামাঝে,
আত্মজনা পদাঘাত সহি' হৃদি মাঝে

(১৬)

কত দিন রব হেথা,
বাল্যে ত্যজি পিতা মাতা
হে রজনী কিবা কাজ রাখিয়ে জীবন।
আঁধার আধার দিয়ে ঢ়াক এ বদন

(১৭)

হে গোবিন্দ-পুত্র সখা,
ডেকে যেন পাই দেখা
হেরি যেন এসংসার সবি তোমা ময়—
তমসা আবৃত ঘোর পৃথিবী হৃদয়

(১৮)

এত করি ডাকি তোমা,
তবু ত্যজি, যাও আমা
সেথা, যেথা অর্দ্ধমৃত পুত্র মাতা কোলে,
তিরস্কার শুনি বহ আপনা ভুলিয়ে

(১৯)

সেথা রাণী আসে ধেয়ে
অমূল্য রতনে পেয়ে,
সুসজ্জিতা গরবিণী বেণী দুলাইয়ে
হে সুখ রজনী তুমি যেওনা ফেলিয়ে

(২০)

কত কথা কয় রাণী
কিবা সেবা বীণা-ধ্বনি,
হৃদি গাঁথা এক কথা বলে, বলে, বলে,
অমনি রজনী তুমি হাসি চলি' গেলে

(২১)

যারে সবে ভাল বাসে,
যার বাসে অলি আসে,
যারে হৃদে দিলে স্থান হয়না বাসনা
ত্যজিতে সে হৃদি নিধি, সহিতে বেদনা

(২২)

কিন্তু তব ওই প্রাণ্
শুনেনাক প্রেম গান্
রহিবে তাদের মত ত্যজি নিজ কাজ
ধরিতে হৃদয়ে সেই কুহকিনী সাজ

(২৩)

আর না রহিব হেথা,
খুঁজি যদি পাই কোথা,
"মা" বলে ডাকিতে কারে জুড়াতে এ প্রাণ,
প্রেম ভক্তি ভালবাসা করিবারে দান

হরিদাস।

যুবতী উৎসঙ্গে ওই মুদিত নয়ন
স্নেহময় পুত্র তার, সম্মুখে অনেক
ভৃত্য নাম হরিদাস, অনিমেষে আছে
চেয়ে রুগ্নমুখ পানে তমসা আবৃত
নিশি নিস্তব্ধ কুটীরে, বরষার বারি
ধারা সম জীর্ণ হৃদি বহি বারি বহে
অবিরত। বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিন্দু দিল
দেখা কমলের দেহে জননীর আঁখি
অশ্রু বাহি হৃদিতট বহিল সবেগে
মিশি স্বেদ বিন্দু সনে। নাহি সরে বাক্,
শুধু নিস্তব্ধ ক্রন্দন মিশি হৃদিভাঙ্গা
শ্বাসে তুলেছে প্রবল ঝড় কুটীরের
মাঝে "মাগো! সারারাতি এইভাবে বসি'
যাপিবে কেমনে, দুঃখের রজনী আজ
হবে নাত শেষ? ক্ষণেকের তরে রাখি
মাগে উপাধানে মস্তক তোমার, দাও
ভৃত্য হৃদে স্থান রতনে তোমার" "বাবা.
বুঝেছি সকলি হেরি' পুত্র মুখ ছবি
পুত্রের অশুভ শুভ নহে অবিদিত

জননীর কাছে বুঝেছে জননী, নিশি
না হতে প্রভাত রতনের প্রাণবায়ু
বায়ুতে মিশিবে, বুঝেছে জননী
তাই আঁখি দুটী তার মুখপদ্ম সনে
আছে বদ্ধ, হেরিতে ও প্রাণপ্রিয় ছবি
জনমের তরে; বুঝেছে জননী তাই
পাতিয়ে হৃদয় রেখেছে সম্মুখে তার
জনমের মত তুলিতে সে প্রিয় ছবি
হৃদয় মুকুরে কিন্তু বাপ! তুমি কেন
মোর সাথে সহিছ এ ক্লেশ? অনশনে,
অনিদ্রায় এ ক ল নিশিতে দীন নেত্রে
চেয়ে আছ রতনের পানে? ভরা আঁখি
নদী তব কি স্বার্থে উথলি পড়ি বহি
যায় হৃদয় পটাহ সাথে লয়ে সুদীর্ঘ
নিশ্বাস? মাতা আমি, হেরি তব বিবর্ণ
বদন, মনে হয়, আমা হতে ক্লেশ তুমি
সহিছ অধিক জানিনাক বাপ তোমা
প্রাণ মোর দুখে বিগলিত কেন? তাই
চাহিলে তোমার পানে, এ ঘোর বিপদ
মাঝে জেগে উঠে অস্ফুট আনন্দ হৃদে
বল্ বাপ. আজি তিন দিন কিবা স্বার্থে
মোর দুঃখে আছ সমদুঃখি বল্ বাপ

পরদুঃখে সমদুঃখ জানাতে ভৃত্যের
আঁখি কোণে এত অশ্রু কভু কি সম্ভবে ?”
“মাগো .
এই স্বার্থ মোর—এই নাম ধরি’ ডাকেনি
এ ভৃত্য তব জনম অবধি, হেবেনি
সে প্রেমময়ী জননী মুরতি, তিতেনি
এ শুষ্ক কণ্ঠ জননী পীযুষে তাই গো
জননী। মা বলে জেনেছি তোবে যবে
ডাকি ওই নামে, কত যে শীতল হয়
এ মরু হৃদয়, অক্ষম বর্ণিতে ভৃত্য
মাগো। বড় সাধ চিরদিন রহি তব
পাশে, ফিরিব না দেশে, সেবিব চরণ
তব রাখি’ হৃদিমাঝে ও পদ যুগল।
সেথা আছে গো জননী, এক অতি ক্ষুদ্র
মালঞ্চ এ হৃদে—কত ভক্তি-পুষ্প তায়
বিকসিত হয়ে ম্লানমুখে ঝরিয়া
পড়িছে তলে প্রভাকর তাপে সেথা
ঝরে নাক স্নেহ-বারি, বিনিময়ে তার
ঝরি অগ্নিকণা পোড়াইছে সে হৃদি
মালঞ্চ সেথা ফুটি জাতী, যূঁথী, গোলাপ,
মল্লিকা, যবে মাতায় মালঞ্চ বাসে
বায়ু অঙ্গে মাখি’ চিন্তা-কীট দলে দলে

প্রবেশি সে ক্ষীণ পুষ্পহৃদে খণ্ড খণ্ড
করি তলে নিক্ষেপে ত্বরিতে, না পশিতে
পায় মাগো, মাতৃ পদতল করিবারে
জনম সফল সেথা আছেগো সরসি
পূর্ণ পুণ্যতোয়া, বক্ষে করি অম্বুরুহ
দল, যারা উর্দ্ধমুখে দীন-নেত্রে চাহি
থাকি সুনীল গগণ পানে চন্দ্রমুখ
আশে জনম কাটায়, হায়, অপূর্ণ
কামনা, তাই অচিরে শুখায়—কভু পড়েনা
গরবে ঢলি' দশভুজা পদে। তাই গো
জননী বড় সাধ এ ভৃত্য পরাণে—
তুলি ভক্তি-পুষ্প পদ্ম, পুরি প্রেমডালা,
ধৌত করি, সিঞ্চি পুণ্য-বারি, যাহা বহি'
যাবে হৃদিতট আঁখি উৎস ঝরি—যবে
হরষের পূর্ণস্রোত উঠিবে সরসে—
পূজিব চরণ তব
কিন্তু মাত। এ পাপ সংসারে না পুরিবে
আশা মোর পাপ চক্ষু ঘুরিছে সতত,
গাহিছে সতত তারা পরনিন্দা গান—
কে বুঝিবে মাতা হৃদয় আমার? কিব
সেই প্রেম? যে প্রেম রেখেছি মাতা
হৃদয় পুরিয়ে? কে বুঝিবে মাতা, এই

যুবক যুবতী হেরি'—মাতা পুত্র ভাব ?
মাগো ̊ তাই তব এক ফোঁটা আঁখি অশ্রু,—
কাড়ি' লয় শত ফোঁটা মোর আঁখি হতে,
তাই তব একটী নিশ্বাস,—ঝড় বাহি'
চলে যায় হৃদয়ে আমার, তাই তব
বিবর্ণ বদন, ঘন মেঘে ঢাকি' রাখে
এ জীর্ণ হৃদয় দাও মাতা পুত্রে তব
ভৃত্য হৃদে লতে স্থান ? ভেবনা জননী,
আমি ভিন্ন জাতি তোমা হতে ; না পশিবে
পাপ যদি হয় মাতা"—
"বাপ .
অর্দ্ধমৃত পুত্র কোলে জননী-হৃদয
করিতে শীতল, হেন সুশীতল বাণী
ধরেরে রসনা তব ? পতিত পাবন !
দীনবন্ধু হরি !! বুঝিতে নারিনু তব
উদ্দেশ্য মহান কোথাও সৃজেছ তুমি
বিষপূর্ণ সরোবর, পূর্ণ বিষধরে, দংশিতে
মানব হৃদি, কোথা বা পূর্ণ সুধারাশি
পূর্ণ বিশদলে, বিনিময়ে বিষধর,——
দংশ জ্বালা করিতে শীতল
"কোথাও বা.
প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যার স্বর্ণ শিখর

গরবে উঠেছে উর্দ্ধে পর্শিতে অম্বর
ধরি' শিরে হরষ কেতক ; যাহা নাচি,
তালে তালে, অনিলের ভরে, বিতরিছে
হাসিরাশি বসুমতী-হৃদে ,—মরি ! মরি !
ওই বুঝি নরেন্দ্র-আগার , কিন্তু হায় !
হৃদয়-আগার তার ,—তমসা আচ্ছন্ন
ঘোর অমানিশিথিনী চির বিরাজিতা
সেথা, বিনে পুত্ররত্ন এক
'কোথাও বা
দরিদ্র-সন্তান, ঘুরি' অশনের তরে
প্রখর রবির তাপে আক্লান্ত শরীর,
ফিরে আসে ম্লানমুখে সে পর্ণ কুটীরে
চাপিয়া হৃদয়খানি দিয়ে রিক্ত কর ;
হায় . ধৈর্য্য নারে ধরিবারে বিদরয়ে
বুক, যবে ক্ষুধাক্লিষ্ট ক্ষুদ্র মুখ খানি
সম্ভাষে তাহারে 'পিতা এনেছ আহার' ?
"আর হেথা !—নিরাশ্রয়া এ জীর্ণ কুটীরে,
অর্থহীন, বলহীন, অর্দ্ধ অঙ্গ হীন
যার নিরুদ্দেশ পতি, গৃহ বিতাড়িতা
যেব সতিনী ছলনে , রুগ্ন পুত্র কোলে,
বসি যোগাসনে, যুক্তকরে, কায়মনে
ডাকিয়ে তোমায় দেব স্থজিল অবধী

বক্ষে, ভাসা'ল তুফানবক্ষে ক্ষুদ্র তার
আশা-তরি খানি, তারে করোনা অশিনী
দেব মিনতি চরণে মাগো

"তুমি মহামায়া, নীলকণ্ঠজায়া,
শ্রীকণ্ঠ-ভূষণ জয়া,
অসুর দলনী, শিবের শিবানী,
দশভুজা রুদ্রপ্রিয়া
গিরীশ নন্দিনী, গিরিশ ঘরণী,
হর-হৃদি বিলাসিনী,
গণেশ জননী, সন্তাপ নাশিনী,
উগ্র প্রাণ বিমোহিনী
জগৎ অম্বলা, শঙ্করী বগলা,
মঙ্গল চণ্ডিকা দুর্গে,
ভবের ভবানী, জয়ন্ত রমনী,
দেবের জননী স্বর্গে
শূলধর-প্রিয়া, ত্রিলোচন-জায়া,
অবিদ্যাদায়িনী অম্বা,
অম্বুজ নয়না, পঙ্কজ বদনা,
ওষ্ঠ কি সুন্দর বিম্বা

* * * * *

"কোথা দিগাম্বর, জটাজুটধর,

শূলধর অট্টহাস,
বীর, ব্যোমদেব, হীর, দেবদেব,
পঞ্চানন কৃত্তিবাস
মৃত্যুঞ্জয়, বেদ, সর্ব্বজ্ঞ, পরাদ,
বৃষাকপি কালঞ্জর,
মৃড, পশুপতি, ভর্গ, উমাপতি,
সিদ্ধিদেব মহেশ্বর।
ঈশ, পঞ্চানন, শম্ভু, ত্রিলোচন,
বৃষাঙ্ক ধরণীশ্বর,
শ্রীকণ্ঠ, ঈশান, ভগালী,'ভীষণ,
বরাক, চন্দ্রশেখর।

* * * * *

"কোথা জনার্দ্দন, হে নন্দনন্দন,
নারায়ণ, দামোদর,
সহস্রবদন, স্বভু, সনাতন,
বনমালী, বংশীধর
মুকুন্দ, মাধব, কংসারি, যাদব
মুরারি, ধরণীধর,
শ্রীবৎস লাঞ্ছন, কৌস্তুভ-ভূষণ,
কেশব, মুরলীধর।
দেবকীনন্দন, দৈবকীনন্দন,
শ্রীগর্ভ, শ্রীশ, শ্রীকর,

বন্ধু, ষড়বিন্দু, বক্র, শশবিন্দু,
পাণ্ডবায়ন শ্রীধর
হৃষিকেশ, জিন, চানূরসূদন,
বিশ্বরূপ, রমানাথ,
বিষ্ণু মুঞ্জকেশী, বিশ্বম্ভর, কেশী,
যদুনাথ, রাধানাথ
(আজ) হওগো সদয়, দাও পদাশ্রয়,
রক্ষিতে সন্তানে মোর।—”

“মৃ'ত' ।
কাঁদিবার আছে অবসর ; রক্তমুখে
দাও বারি—বুক বাঁধ মাতা—”
“অ্যাঁ—
সব শেষ?” মূর্চ্ছিতা যুবতী
“পরমেশ্বর! কি কার্য্য সাধিতে আজ হেন
অবিচার? বুঝি, নাহিক জগতে আর
দ্বিতীয় তোমার মত কঠিন হৃদয়”
বলি' ভৃত্য হ'ল আগুয়ান, তুলিতে সে
পুত্ররত্নে মাতৃ অঙ্ক হতে

জগদীশ।

(১)

আজন্ম বঞ্চিত মাতৃ স্তন হতে
অঙ্কোপরি থাকি সুধাংশু ধরিতে,
ঘটেনি যাহার সে পোড়া কপালে,
কপাল তাহার পুড়েছে অকালে।
দেহ বর্ণ কালি, এক চক্ষু কানা,
"শ্রীপদ্ম লোচন" আর "কেলেসোণা"
জননী ভারতি; যেবা না শুনেছে,
জগদীশ! তোমা সে জন জেনেছে।

(২)

এক মাত্র পুত্র আছিল যাহার
কমল সদৃশ মুখ-পদ্ম তার
দীপ্তাঙ্গের মত নাচিয়া নাচিয়া,
"মা মা" বলি কোলে আসিত ঝাঁপিয়া,
চাহি শশী পানে, সুদূর গগণে,
বিধবা গণিত আপনার মনে
সমতুল্য; কাল তাহারে হরেছে
জগদীশ তোমা তাই সে জেনেছে।

(৩)

বৃদ্ধ পিতা যার অনশনে থাকি'
স্নেহময় পুত্রে দিযাগেছে ফাঁকি,

অন্ত্যক্রিয়া যার ভিক্ষালব্ধ ধনে,
কি লৌহ শলাকা সে পুত্র পরাণে
বিঁধেছে, শোণিত শতধা বয়েছে
জগদীশ, তোমা তাই সে জেনেছে

(৪)

যে জনা বসিয়ে অন্ত্যশয্যা পাশে,
নিজ পতি মুখ হেরে অনিমেষে—
বদন বিকৃতি, যমের যাতনা,
হ'ল হ'ল শেষ আরও বাঁচেনা,
সে দৃশ্য দেখিয়া বুক ফাটিয়াছে
শাণিত কৃপাণ শির পাতি নেছে
হৃদয়-প্রদীপ অকালে নিভেছে,
জগদীশ তোমা তাই সে জেনেছে

(৫)

যার তরে বীণা হৃদয় মাঝারে,
বাজিত সতত মধুর ঝঙ্কারে,
গাহিত সে গান্ ধরি মধুতান্,
পূরবী, কেদারা, ইমং, কল্যাণ্,
সে বিনা, সে বীণা স্বতই ভেঙ্গেছে
হৃদয় পঞ্জর খসিয়া পড়েছে
হৃদিতন্ত্রী তার সবি ছিঁড়ে গেছে
জগদীশ, তোমা তাই সে জেনেছে

(৬)

ছিনায়ে পুত্রেরে মাতৃ-অঙ্ক হতে
যথ কমলিনী সরসি বক্ষেতে,
না ফুটিতে, ক্রূর তুলেগে তায়
কাতরে সরোজ শশী পানে চায়,
ধায় জন্মদাতা উন্মাদের বেশে,
পোড়াইতে পুত্রে শশ্মান উদ্দেশে।
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, সে বুক বেঁধেছে,
জগদীশ! তোমা তাই সে জেনেছে

(৭)

দেহ নষ্ট করি ক্ষুদ্র ভেলা পরে,
যে জন্ ভেসেছে সংসার সাগরে
প্রবল তুফান দেহ বাহি গেছে,
তুফান তুফানে আঘাত মেরেছে
জলধর ধারা বুক্ পাতি নেছে
অম্বুজ গরজে চেতনা হরেছে
আঁখিঅম্বু তার অম্বুতে মিশেছে,
জগদীশ! তোমা তাই সে জেনেছে

(৮)

অভাব ঝঞ্ঝায় যে কভু পড়েনি,
যে হৃদি, বারেক বিচ্ছেদে কাঁদিনি,
যে আঁখি, তপত রুধিরে ভাসেনি,

যে কর কমল, পরার্থে লাগেনি,
যে ছাতি, তৃষ্ণায় মরুতে ফাটেনি,
যে দেহ, সংসার তুফানে ভাসেনি,
যে, নিশি বারেক শ্মশানে যাপেনি,
জগদীশ! তোমা সে জন জানেনি

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

নিবেদন।
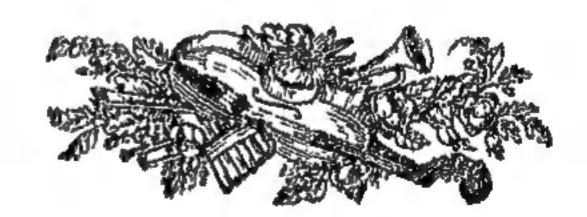
পাঠক! জানি না, আপনার মনস্তুষ্টি সাধনে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম এই প্রকাণ্ড ভারত জলধীবক্ষে কত শত সুবৃহৎ সুসজ্জিত প্রস্ততরি শ্বেত বর্ণের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া আপন গরবে উজান ভরে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে, যাহাদিগের প্রদ্যোতিত আলোক দৃষ্টে পাপি তাপিগণ শান্তির আশে সে রম্য তরি বক্ষে আশ্রয় লইতে ছুটীতেছে; সেথায় এই ক্ষুদ্র ভেলার স্থান কোথায়? যদিও সেই প্রশান্ত বক্ষে স্থান পাওয়া সম্ভব হয়, তথাপি, এই ক্ষুদ্র দীপিকার ম্লান জ্যোতি কার নয়ন গোচরে পতিত হইবে। আর যদি নয়নগোচরই হয়, তবে সেই উন্মত্ত-তরঙ্গ মথিত অম্বুনিধি বক্ষে এই ক্ষুদ্র ভেলা দেখিয়া কে না অবজ্ঞার হাঁসি হাঁসিবে? কেইবা এই ঘোর ঘন অম্বুবাহাচ্ছন্ন অমা নিশার দিনে অম্বুবাহিনী বিহীন ক্ষুদ্র ভেলায় আশ্রয় লইবে? সর্ব্বোপরি, এ বালক কর্ণধারেব উপর কে বিশ্বাস স্থাপন করিবে? তাই বলিতেছিলাম এরূপ ধৃষ্টতা অপেক্ষা হৃদয়-নিহীত আশটুকুকে, পর্ণকুটীরবাসী ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র সন্তান হরিদাসের স্বার্থশূন্য প্রেমসরোবরটীকে, হৃদয়েই চাপিয়া রাখ শতগুণে শ্রেয় ছিল। কিন্তু তাহা পারিলাম কই? চাপিতে গিয়াইত বহিল, বহিল,—কিন্তু উজান বহিল না; বহিবে, যদি ঈশ্বর দীন হরিয়া দিন দেন

বিনীত—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।